

শুদ্ধেয় অভিজিৎ দা কে

“কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিলো পথিকের পায়”-

আগে ও বলেছি মুক্তমনা- ভিন্নমত এক শান্তিকামী, সাম্যবাদী নতুন পৃথিবী গড়ার পথে আগামী প্রজন্মের জন্য দিশারী হয়ে থাকবে। সদালাপ এ আপনার কিছু লেখা দেখে হতাশ হয়েছি। কেন এই পেছন ফেরে তাকানো? বাধাতো আসবে ই। আসবে অসংখ্য অভিযোগ ও অপবাদ। তাতে কি? এ পথের পথিকদের পেছন ফেরে তাকাবার অবকাশ কোথায়? সদালাপ এ লেখকদের মধ্যে জনাব আবিদ ও মেজবাহ উদ্দিন জওহের সাহেব, আমরা ক’জন পাঠকদের কাছে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধাভাজন ও ভাল লেখক। তুমার ও আবিদ নামে লেখায় যে আবিদ সাহেবের প্রশংসা করলেন তিনিই আপনাকে ধূর্ত আখ্যা দিলেন। Your leader is what you are- (Shodalap) আবাবো নুবুল কবির নামের এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতে আপনার লেখায় কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ-অপবাদের উত্তর পড়ার আশা করিনা। সমালোচনা করুন ধর্ম-গ্রন্থের, যা ধংস করে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ। পাঠকদেরকে উপহার দিন মহাশূন্যের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য। ওরা হাজারবার দংশন করুক পথিকের পায়। তাই বলে পথিক ও কি কামড় দেবে-----?

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড ১৬ জুলাই ২০০৪।

সূরা-নাবা
(আরবী ও বাংলা অনুবাদ)

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۝ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ
مِهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا ۝ وَجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
۝ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ
لَكَ إِلَٰهٌ أَن تَزْكَى ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ
الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾
فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢٦﴾ ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا
فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا
﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
كِذَابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ
وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ
عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَدَيَّتَنِ
كُنْتُ ثَرَابًا ﴿٤٠﴾







